সংবাদ পরিষেবা | মার্চ ২০২২

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

প্রাকৃতিক হিমাচল

২৭/৫২

প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে চাষিদের আয় বাড়ানোর জন্য হিমাচল সরকার প্রাকৃতিক চাষের প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যটিকে একটি প্রাকৃতিক চাষের রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, সাধারণ বাজেটে পরিবেশ বান্ধব এই চাষের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাকৃতিক চাষের প্রচারের জন্য ১৫০০ কোটি টাকা সারা দেশের জন্য বরাদ্দ করেছে। এর সুযোগ নিতে হিমাচল সরকার সব পঞ্চায়েতে একটি মডেল স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

শুধু তাই নয়, বাজেটে রাজ্যের ১০০টি গ্রামকে প্রাকৃতিক চাষের গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বাজেটে আরো বলা হয়েছে, ৫০ হাজার প্রাকৃতিক চাষিকে বিনামূল্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এছাড়া একটি অনলাইন পোর্টাল তৈরি করা হবে, যেখানে প্রাকৃতিক চাষিদের কাজের পরিচিতি দেওয়া থাকবে তাদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য। এরসঙ্গে প্রাকৃতিক চাষে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য দিল্লি সহ রাজ্য জুড়ে ১০টি বিপণি স্থাপন করা হবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষায় প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও পাঠ্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে বাজেটে বলা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে প্রাকৃতিক চাষিদের ১০টি নতুন এফপিও তৈরি করা হবে। উল্লেখ্য, চার বছর আগে হিমাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক চাষ শুরু হয়েছিল এবং এখন দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে সরকারিভাবে এই চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যটিতে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৪১ জন চাষি ৯৩৮৮ হেক্টর চাষের জমিতে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ করছে।

ঘরের গাছ কমায় দূষণ

২৭/৫৩

ঘরের মধ্যে রাখা গাছপালা পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ইতিবাচক শক্তি দেয়। সম্প্রতি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটি (আরএইচএস) এর সহযোগিতায় করা এই গবেষণাটি দেখিয়েছে যে, ঘরে থাকা উদ্ভিদ নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড মাত্রা ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। এই গবেষণাটির রিপোর্ট এয়ার কোয়ালিটি, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড হেলথ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

সাধারণত ব্রিটেনের বাড়িতে থাকা পিস লিলি, ড্রাকেনা ফ্রেগ্রেন্স এবং ফার্ন অ্যারাম নামের উদ্ভিদগুলি নিয়ে এই গবেষণা করা হয়। বিজ্ঞানীরা এই গাছগুলির প্রতিটিকে একটি পরীক্ষার চেম্বারে রেখেছিলেন যার পরিবেশ একটি ব্যস্ত রাস্তার পাশের অফিসের মতো ছিল। গবেষকরা দেখেছেন, এই উদ্ভিদগুলির সবকটিই ঘরে থাকা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড প্রায় অর্ধেক কমাতে সক্ষম হয়েছিল।

নীল অর্থনীতি

২৭/৫৪

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন ভারত গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর একটি দিক হল নীল অর্থনীতি তৈরি। তিনি জানান, গভীর মহাসাগর মিশনের আওতায় ২০২১-২২ সালের মধ্যে ১৫০ কোটি টাকার নীল অর্থনীতি গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শ্রী সিং জানান, এই নীল অর্থনীতি সংক্রান্ত একটি খসড়া নথি তৈরি করেছে ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক। কার্যকরী গোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই এই নীতি তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, নীল অর্থনীতি ও সমুদ্র-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জাতীয় অ্যাকাউন্টিং পরিকাঠামো, উপকূলীয় সামুদ্রিক স্থান-ভিত্তিক পরিকল্পনা ও পর্যটন, সামুদ্রিক মৎস্যচাষ ও জলজ উদ্ভিদ পালন ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, নতুন শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, পরিষেবা ও দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্য পরিবহণ, পরিকাঠামো, উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রে খনন কাজ চালানো এবং নিরাপত্তা, কৌশলগত দিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই নীল অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিষের সাগর

২৭/৫৫

জলবায়ু বদল, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং বিভিন্ন দূষণের কারণে পৃথিবী গত শতাব্দীর থেকে তিনগুণ বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ওয়ান ওশান কনফারেন্স-এ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, এই সঙ্কটের বেশিরভাগ বোঝাই মহাসাগর বহন করছে।

মহাসাগরগুলি প্রচুর পরিমাণে কার্বন এবং তাপমাত্রা শোষণ করে। এজন্য মহাসাগরগুলিও এখন আগের থেকে অনেকটাই উষ্ণ। এই উষ্ণতার কারণে মহাসাগরের অম্লতা বাড়ছে। ফলে তাদের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

মহাসচিব বলেন, বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ সমুদ্রপথ ধরে হয়। তবে এই পরিবহণ গ্রিনহাউস গ্যাস ও কার্বন নির্গমনের প্রতি ৩ শতাংশের জন্য দায়ী। লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমনের ৪৫ শতাংশ কমানো এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তার শূন্যে নিয়ে আসার জন্য এই পরিবহণ ব্যবস্থাকে উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া উপকূলের বাসিন্দা, যাদের বাসস্থান এবং জীবিকা ঝুঁকির মুখে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়াও জরুরি।

বিভিন্ন দেশের উপকূলে রয়েছে ম্যানগ্রোভ গাছ এবং সামুদ্রিক ঘাসের মতো প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানগুলি। এগুলির বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণ দরকার।

দূষণে মৃত্যু নবজাতকের

২৭/৫৬

বায়ু দূষণ ভারতে শিশুমৃত্যুর জন্য অনেকাংশে দায়ী। গর্ভাবস্থায় দূষণের আণুবিক্ষিক কণার জন্য নবজাতকের ওজন কম হতে পারে, যার কারণে তারা জন্মের পরেই মারা যেতে পারে। এ বিষয়ে গবেষকরা বলছেন, ভারতে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে গেছে, তার কারণ বাতাসের এই কণা। গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে শিশুরা এই কণার সংস্পর্শে আসে।

গবেষকদের মতে, দূষিত এই কণাগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, এটি হরমোনের মাত্রাকেও প্রভাবিত করে, যা ভ্রূণের বিকাশকে প্রভাবিত করে। এ কারণে নবজাতকের জন্মগত ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়।

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ভার্ড সেন্টার ফর পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা যৌথভাবে এই গবেষণাটি করেছেন। সায়েন্স অব টোটাল এনভায়রনমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৬৪০টি জেলার পাঁচ বছরের কম বয়সী আড়াই লক্ষ শিশুকে নিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছে। গবেষকরা প্রতিটি শিশুর জন্মের সময় বায়ু দূষণের মাত্রা জানতে উপগ্রহের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করেছেন।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান।

গবেষণায় দেখা গেছে, যে শিশুর জন্মের সময় ওজন কম, তাদের জীবনের প্রথম বছরে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া এই সুক্ষ্ম কণাগুলির কারণে, ছেলেদের তুলনায় মেয়ে শিশুদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি বেড়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর প্রায় দুই কোটি নবজাতক স্বাভাবিক সময়ের অনেক আগেই ভুমিষ্ঠ হয়।

একইভাবে নেচার সাসটেনেবিলিটি জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বায়ু দূষণের সংস্পর্শে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাতের ঝুঁকি প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ে। বিশ্লেষণে আরো দেখা গেছে, জন্মের প্রথম বছরে মারা যাওয়া শিশুরা অন্যান্য শিশুদের তুলনায় বেশি বায়ু দূষণের সম্মুখীন হয়েছিল।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ডব্লুএইচও-র মান অনুসারে, ভারতের ১৩০ কোটি জনসংখ্যা দূষিত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। ২০১৯ সালে, পিএম ২.৫ (পার্টিকুলেট ম্যাটার) এর গড় মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ৭০.৩ মাইক্রোগ্রাম রেকর্ড করা হয়েছিল, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) জারি করা পিএম ২.৫-এর মান থেকে সাত গুণ বেশি।

জল শুষে নিচ্ছে কোক পেপসি

২৭/৫৭

অনুমতি ছাড়াই ভূ-জল ব্যবহার এবং ওই জল রিচার্জ বা প্রতিস্থাপন না করার জন্য ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল (এনজিটি) কোকাকোলা এবং পেপসির বোতল ভরার কারখানা উপর ২৪.৮২ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য্য করেছে। গ্রেটার নয়ডার কোম্পানিগুলির মধ্যে রয়েছে মেসার্স মুন বেভারেজ লিমিটেডের দুটি প্ল্যান্ট যেগুলি কোকাকোলার জন্য এবং বরুণ বেভারেজ লিমিটেড পেপসিকোর জন্য কাজ করে। সুশীল ভাট বনাম মুন বেভারেজ লিমিটেড মামলার শুনানির সময় বিচারপতি আদর্শ কুমার গোয়েলের নেতৃত্বে একটি বেঞ্চ ২৫ ফেব্রুয়ারি এই আদেশ দেন।

পটল খান সুস্থ থাকুন

২৭/৫৮

শুধু স্বাদ নয়, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ পটল অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি সবজি। পটল ওজন কমাতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগার প্রবণতাও কমায়। পটলের প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ রয়েছে। ফাইবার অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পারে। এ কারণে নিয়মিত এই সবজি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

পটলে বেশ ভালো পরিমাণে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। ভিটামিন-সি একদিকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ঋতু বদলের সময়ে হওয়া সর্দি-জ্বর প্রতিরোধ করতেও কাজে আসতে পারে। লিভারের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্যও পটল বেশ উপকারী। পটলে যে আঁশ পাওয়া যায়, তা হজম হতে অনেক সময় লাগে। ফলে খিদে পায় না। আবার ১০০ গ্রাম পটলে মাত্র ২০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। এসবের জন্য পটল খেলে ওজন বাড়ে না।

পটল রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বা এলডিএল কমাতে ও ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে হৃৎপিণ্ড ভাল থাকে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। পটল ও পটলের বীজ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী। পটলে ফ্ল্যাভিনয়েড জাতীয় উপাদান, কপার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম থাকে। এই উপাদানগুলি রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। হেলথ জার্নাল সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

রাজ্যে সামাজিক সুরক্ষার নয়া প্রকল্প

২৭/৫৯

পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র, অসহায় ও প্রান্তিক মানুষজন যাতে আরো বেশি করে সামাজিক সুরক্ষামূলক পরিষেবাগুলি পেতে পারে সেজন্য ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যে ১২৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকন্সট্রাকশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট বা আইবিআরডি এই ঋণ দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামাজিক সহায়তা, বিভিন্ন পরিষেবা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০০টিরও বেশি কর্মসূচি চালায়। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং স্টেট ক্যাপাবিলিটি ফর ইনক্লুসিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন প্রজেক্ট' নামে নতুন এই প্রকল্প রাজ্যস্তরে এই পরিষেবাগুলি সবার কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। মহিলা, তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষজন, প্রবীণ ব্যক্তি এবং রাজ্যের দুর্যোগপ্রবণ উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দারা যাতে এইসব পরিষেবার সুযোগ সুবিধা পান, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হবে এই প্রকল্পে।

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক বলেছে, 'কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেছে। সে কথা মাথায় রেখে এই প্রকল্পটি, দরিদ্র ও দুর্বল গোষ্ঠীগুলির কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করবে।'

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে, সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া খাবারদাবার ও অন্যান্য সামগ্রী দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছলেও নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া বেশ দুর্বল। আবেদন প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অভাবে প্রবীণ মানুষজন, বিধবা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামাজিক পেনশন পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এই প্রকল্পটি আগামী চার বছরের মধ্যে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে নগদ অর্থ পৌঁছে দিতে একটি সার্বিক ও শক্তিশালী সামাজিক পদ্ধতি গঠনে সরকারকে সাহায্য করবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাতায় কলমে তথ্য রাখা (বা ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রি হওয়ায়), বিভিন্ন দফতরে সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরিতে অসংগতি, তথ্য সংরক্ষণ এবং তা বিনিময়ের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা যায়। এই প্রকল্প ব্যবস্থাটিকে ডিজিটাইজ করতে সাহায্য করবে। এতে দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারগুলিকে দ্রুত সামাজিক পেনশন প্রদান করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের আওতায় সামাজিক সুরক্ষামূলক পরিষেবাগুলির জন্য একটি পরামর্শ দানকারী টেলি-নেটওয়ার্কও তৈরি করা হবে। সেই নেটওয়ার্কে কর্মীরা সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন পরিষেবার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ও পরামর্শ দেবেন। বর্তমানে রাজ্যের শ্রম শক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশি, একথা প্রমাণের লক্ষ্যে এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু